রাজবাহনচরিতম বিষয়সংক্ষেপ

অবন্তীসুন্দরী ও রাজবাহন সুখালাপ করতে করতে নিদ্রা গেলেন | অতঃপর স্বপ্নে এক বৃদ্ধ হংসকে মৃণালতন্তুর দ্বারা বদ্ধপাদ অবস্থায় দেখে তাহারা উভয়ে জাগরিত হলেন | দেখা গেল, রাজবাহনের পাদদ্বয় এক রৌপ্যশৃঙ্খলে নিগড়িত হয়েছেন | তা দেখে পরিত্রাসে বিহ্বল অবন্তীসুন্দরী চিত্কার করে উঠলেন | সেই চিত্কারে কন্যান্তঃপুরের সকলেই জেগে উঠলেন এবং মহা কোলাহল শুরু করলেন | অন্তঃপুররক্ষীরাও অবিমম্বে সেখানে উপস্থিত হল এবং রাজবাহনকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেল | সেই সংবাদ তত্ক্ষণাত রাজা পরিচালনায় ন্যস্তভার চণ্ডবর্মার নিকট প্রেরিত হল | চণ্ডবর্মাও সংবাদ পেয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং রাজবাহনকে দেখে তাকে নিজের ভ্রাতা দারুবর্ম্মার মৃত্যুর কারণ পাপশীলা বালচন্দ্রিকার স্বামী পুষ্পোদ্ভবের বন্ধু বলে চিনতে পারলেন এবং ক্ষোভে তার লৌহদণ্ডসদৃশ কঠিন বাহুদ্বারা রাজবাহনকে সবেগে আকর্ষণ করে চললেন | স্বভাবধীরা রজবাহন এই বিপদকে দৈবাগত বলে বুঝতে পারলেন | এই পরিস্থিতিতে শান্ত থাকাই এর একমাত্র প্রতিকার মনে করে প্রাণপ্রিয়া

অবন্তীসুন্দরীকে পূর্বজন্মের অভিশাপের কথা স্মরণ করিয়ে শত্রুর বশ্যতা স্বীকার করলেন | মালবরাজ মানসার ও মহিষী এই সংবাদ পেলেন | জামাতার প্রতি স্নেহশীল হয়ে তারা রাজবাহনের অনিষ্ট করলে প্রাণবিসর্জন করবেন, এই ভয় দেখিয়ে কোনোক্রমে তাকে সাময়িকভাবে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন | কিন্তু প্রভুত্ব না থাকায় তাকে মুক্ত করতে পারলেন না | চণ্ডবর্মা অতঃপর এই সংবাদ কৈলাস পর্বতে তপস্যারত দর্পসারকে জানিয়ে তার অভিমত জানতে চাইতেন | ইতিমধ্যে পুষ্পোদ্ভবের আত্মীয়স্বজনের সর্বস্ব বাজেয়াপ্ত করে চণ্ডবর্মা তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন | রাজবাহনকে একটি দারুপিঞ্জরে বন্দী করে রাখা হল | মস্তকে রাখা মণির প্রভাবে রাজবাহন অবশ্য ক্ষুধা ও পিপাসা কষ্ট অনুভব করেননি | একদা চণ্ডবর্মা অঙ্গরাজের কন্যা অম্বালিকাকে বিয়ে করার করেন | অঙ্গরাজ সিংহবর্মা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন | এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য চণ্ডবর্মা অঙ্গের রাজধানী চম্পানগরী অভিমুখে অভিযান করলেন | কারোর উপর বিশ্বাস না থাকায় রাজবাহনকে দারুপিঞ্জরে আবদ্ধ অবস্থায় সঙ্গে নিয়ে চললেন এবং অচিরেই চম্পানগরী অবরোধ

করলেন | চম্পেশ্বর সিংহবর্মাকে তার সাহায্যের জন্য অন্যান্য রাজারা আসছেন জেনেও অপেক্ষা না করেই প্রতি আক্রমণ করলেন | যুদ্ধে সকল সৈন্য বিনষ্ট হল এবং তিনি বন্দী হলেন | গণকদিগকে দিয়ে গণনা করিয়ে রাত্রিশেষেই চণ্ডবর্মা অম্বালিকাকে বিবাহ করবেন স্থির হল | ইতিমধ্যে কৈলাস পর্বত হতে দর্পসারের আদেশ নিয়ে দূত উঅপস্থিত হল | দর্পসার অবিলম্বেই রাজবাহনের চিত্রবধের আদেশ দিয়েছেন দেখে চণ্ডবর্মা পরদিন সকালেই রাজবাহনকে চণ্ডপোত নামক হস্তীর পাদপেষণে বধ করা হবে এই ঘোষণা করলেন এবং অনুচরগণকে তার আয়োজন প্রস্তুত রাখার আদেশ দিলেন | প্রভাতে রাজবাহনকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় প্রাসাদের অঙ্গনে আনা হল | চণ্ডপোতও সেখানে উপস্থিত হল | সেই মূহুর্ত্তেই রাজবাহনের পদদ্বয় রজতশৃঙ্খল থেকে মুক্ত হল | অতঃপর সেই রজতশৃঙ্খল এক অপ্সরার রূপ পরিগ্রহ করে রাজবাহনকে প্রণাম করে জানাল যে সে সুরতমঞ্জরী নামে এক সুরসুন্দরী | মার্কণ্ডেয় মুনির অভিশাপে তার লোহজাতিতে পরিণত হওয়া, বীরশেখর নামে বিদ্যাধরের অধিগত হওয়া এবং রাজবাহনের পদযুগলে শৃঙ্খলরূপে অবস্থান করা প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তান্তও সে জানাল |

রাজবাহন তাকে অবন্তীসুন্দরীকে তার মুক্তির সংবাদ জানাতে অনুরোধ করে বিদায় দিলেন | সেই সময়েই চণ্ডবর্মা কোনো দস্যুকর্তৃক ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছে এই রব উত্থিত হল | তা শুনে রাজবাহন সেই মত্ত হস্তীতে আরোহণ করে দুঃসাধ্যসাধনকারী সেই পুরুষকে তার নিকট আসতে অনুরোধ করলেন | নিকটে আসতেই তাকে অপহারবর্ম্মা বলে চিনতে পারলেন | অনন্তর দুইজনেই প্রবল পরাক্রমে শত্রুসৈন্য সংহার করতে করতে দেখলেন যে অন্য এক সৈন্যদলের দ্বারা সকল শত্রুসৈন্য পরিবেষ্টিত হয়েছে | সেই সৈন্যদলের মধ্য হতে এক সুপুরুষ এসে রাজবাহনকে প্রণাম করলেন | অপহারবর্ম্মা জানালেন - ইনি ধনমিত্র এবং ইনিই তার নির্দেশ মত অঙ্গরাজের সাহায্যদানকারী সমস্ত রাজগণকে একত্র করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন | অতঃপর রাজবাহনের নির্দেশে ধনমিত্র অঙ্গরাজকে কারাগার থেকে মুক্ত করতে আনতে গেলেন | অপহারবর্ম্মার অনুরোধে রাজবাহন গঙ্গাতটে বটবৃক্ষমূলে বিশ্রামের জন্য সুখে উপবেশন করলে ধনমিত্র, উপহারবর্ম্মা, অর্থপাল, প্রমতি, মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত, বিশ্রুত, মিথিলরাজ প্রহারবর্ম্মা, কাশীরাজ কামপাল ও চম্পেশ্বর সিংহবর্ম্মা সেখানে উপস্থিত হলেন |

অতঃপর বন্ধুগণের দ্বারা অনুরদ্ধ হয়ে নিজের এবং সোমদত্ত ও পুষ্পোদ্ভবের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে বন্ধুগণকেও তাদের বৃত্তান্ত বলতে অনুরোধ করলেন |